তারিখ 13 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

কালের কণ্ঠ

সাভারের অ আ ক খ স্কুলের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সঙ্গে গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিক্যাল কলেজের বন্ধুরা

সুবিধাবঞ্চিতদের স্কুলে একদিন

আসিফ আল আজাদ ▷

নিরক্ষরমুক্ত দেশ গড়ার মশালের আলো আজও শহরের বহু বস্তিকে আলোকিত করতে পারেনি। এখনো মৌলিক অধিকারবঞ্চিত অথবা সুবিধাবঞ্চিত শব্দগুলো বহুল প্রচলিত। একা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই হয়তো মানবতার দায়িত্ব নিয়ে বেসরকারি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে চলছে দেশ গড়ার কাজ। তেমনি ঢাকার অদূরে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধের ঠিক পেছনের নিরিবিলি বস্তির ৪৪ জন কর্মজীবী ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরের জন্য সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের (সিসিডি) শিক্ষা প্রকল্প 'বর্ণমালা'র অধীনে গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে 'অ আ ক খ' স্কুল।

গত ২ নভেম্বর অ আ ক খ স্কুলটি পরিদর্শনে গিয়েছিল নবগঠিত শুভসংঘর গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিক্যাল কলেজ শাখার বন্ধুরা।

বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুদান ও সহযোগিতায় স্কুলটি ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। আগে সপ্তাহে তিন দিন ক্লাস হলেও শিক্ষার্থীদের আগ্রহে বর্তমানে পাঁচ দিন ক্লাস হয়। যুক্ত হয়েছেন কয়েকজন পূর্ণকালীন শিক্ষক। ক্লাসের পাশাপাশি অভিভাবক সমাবেশ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্কুলের পরিচালক ডা. নাজমুল হোসাইন শুভসংঘের বন্ধুদের বলেন, 'একবিংশ শতাব্দীতেও যারা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, মানবেতর জীবন যাপন করছে, তাদের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার নিয়ে আমাদের পথচলা। ভবিষ্যতে এই ধারা অব্যাহত থাকবে।'

স্কুলে শুভসংঘের বন্ধুরা খুদে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা কেমন লাগে এবং বড় হয়ে কে কী হতে চায় তা জানতে চাইলে ছয় বছর বয়সী ললিতা বলে, 'স্কুল আমার অনেক ভালো লাগে। বড় হয়ে আমি স্কুলের স্যার-ম্যাডামদের মতো ডাক্তার হতে চাই।'

শুভসংঘের গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিক্যাল কলেজ শাখার সভাপতি মনির হোসেন শিমুল বলেন, 'স্বপ্ন দেখে শেখার আগ্রহ আমাদের অনেক অসাধ্যকে সাধ্য করে তোলে। এগিয়ে যাওয়ার পথে এসব সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরের পাশে সব সময় থাকবে শুভসংঘ। কোনো স্বপ্ন যেন হারিয়ে না যায় সে লক্ষ্যে কাজ করে যাবে শুভসংঘের প্রথম মেডিক্যাল কলেজ শাখা।'